সংবাদ

তারিখ OCT. 31 2006

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শ্বেতপত্র শেষ

দলীয় স্বার্থে অধ্যাদেশ পরিবর্তন নির্বাচিত উপাচার্যকে অপসারণ

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হেনস্থা করাই যেন মিশন ছিল উপাচার্য ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর। জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই নির্বাচিত উপাচার্যকে অপসারণ করে। রাবিতে জোট আমলে একাডেমিক দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতার অন্ত নেই। এছাড়া নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই সরকারিদলের ক্যাডা[illegible] সুযোগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশও পরিবর্তন করার ঘটনা ঘটেছে জোট সরকারের পাঁচ বছরে। রাবিতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির শ্বেতপত্রে এসব কথা বলা হয়েছে।

শ্বেতপত্র অনুযায়ী- ২০০১ সালের ১৩ নভেম্বর কোন অভিযোগ ছাড়াই এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] অনুসারে নির্বাচিত উপাচার্য অধ্যাপক এম. সাইদুর রহমান খানকে অপসারণ করে উপাচার্য পদে জোট সরকার নিয়োগ দেয় অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকীকে। দায়িত্ব গ্রহণের পর তার প্রথম মিশনই ছিল কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তা-ও কর্মচারীদের হেনস্থা করা যায়। এই নীলনকশার অংশ হিসেবে প্রথমেই আইনানুগভাবে নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশকৃত ও সিন্ডিকেটে অনুমোদিত নাট্যকলা ও সঙ্গীত

অপসারণ :

অপসারণ : উপাচার্যকে

(১২ পৃষ্ঠার পর)।

বিভাগের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ফরহাদুজ্জামান পলাশকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

বর্তমান উপাচার্য আলতাফ হোসেন কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সরকারিদলের ক্যাডারদের পরীক্ষায় সুযোগ করে দেয়ার জন্য বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন করেন। এ নজিরবিহীন পদক্ষেপে তার স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপাচার্য বিভাগীয় সভাপতি ও দলীয় শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সরকারদলীয় ক্যাডারদের পরীক্ষায় সুযোগ করে দেন। ইতিহাস, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা, আইন ও বিচার, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে এমন ঘটনা ঘটেছে।

ইতিহাস বিভাগে ২০০৫ সালের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ক্লাসে উপস্থিতির জন্য বেশকিছু ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা আটকে যায়; কিন্তু উপাচার্য কয়েকজন দলীয় ক্যাডারকে পার করার জন্য চতুর্থ বর্ষে কম উপস্থিতি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেন। এতে বিভাগে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। দলীয় ক্যাডাররা হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ও একজন সিনিয়র শিক্ষকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

বর্তমান প্রশাসনের এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাবিকে নিয়মবিহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে উল্লেখ করে শ্বেতপত্রে বলা হয়, উপাচার্য আলতাফ হোসেন বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরীক্ষা পেছানোরও নির্দেশ দেন। দু'বছর আগে ক্রপ সায়েন্স নামে একটি বিভাগ খুলে সেখানে কয়েকজন দলীয় লোককে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। আজ পর্যন্ত সেখানে কোন ছাত্র ভর্তি করা হয়নি। এভাবে শুধু দলীয় শিক্ষক বাড়ানোর স্কিম হাতে নিয়ে বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকার ক্ষতিসাধন করে।

প্ল্যানিং কমিটির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে বর্তমান উপাচার্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ৪টি প্রথম বিভাগ ও শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় একটি প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ও প্রথম শ্রেণী নেই- এমন প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া হয়। একইভাবে উপাচার্য নির্বাহী আদেশে রসায়ন বিভাগে ৪টি পদ বিজ্ঞাপিত করে ৮ জনকে নিয়োগ দেন। মার্কেটিং বিভাগে ২টি পদ বিজ্ঞাপিত করে ৮টি (পরে আন্দোলনের মুখে বাতিল), অ্যাকাউন্টিংয়ে ২টি পদের বিপরীতে ১০টি, ফিশারিজ বিভাগে ৫টি বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে ১০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।